তারিখ 08 SEP 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক সংবাদ

30

ঢাকা ঃ শনিবার ২৩শে ভাদ্র ১৩৯৭

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

আজ ৮ই সেপ্টেম্বর। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। এ বছর উদযাপিত হচ্ছে সাক্ষরতা দিবসের রজতজয়ন্তী। জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন ১৯৯০ সালকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাই এ বছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এখন সেই সময় যখন সব দেশে সব উদ্যোগ, সব সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে। বিশ্বজোড়া সাক্ষরতা অভিযান সমন্বিত করতে হবে। যেন নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত পৃথিবী বরণ করতে পারে আগামী শতাব্দীকে।

বিশ্বে আজ প্রায় ১০০ কোটি বয়স্ক মানুষ লিখতে বা পড়তে জানে না। অর্থাৎ বিশ্বের বয়স্ক জনসংখ্যার প্রতি চারজনে একজনেরও বেশী নিরক্ষর। এর উপর রয়েছে আরও প্রায় ১৩ কোটি স্কুলবয়সী শিশু যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারে না।

বলাবাহুল্য, নিরক্ষর জনসংখ্যার বিপুল অংশই রয়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। আমাদের দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই সাক্ষরতার হার ২০/৩০-এর কোঠা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার আরও কম। তৃতীয় বিশ্বের কোন কোন দেশে মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার শতকরা ৯০ ভাগ।

নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার বিরাট চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষের বিবিধ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইউনেস্কো মূল উদ্যোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। এ বছর মার্চে থাইল্যাণ্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন। বিশ্বব্যাপী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইউনেস্কোর উদ্যোগে জেনেভায় গত ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ৪২তম অধিবেশন শুরু হয়েছে। প্রায় ১৬০টি দেশের শিক্ষামন্ত্রী বা তাঁদের প্রতিনিধি সপ্তাহব্যাপী এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। সাক্ষরতা অভিযানের অগ্রগতি ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মত বিনিময় হয়েছে। অনেক পরিকল্পনা হয়েছে। কাজ হচ্ছে। কিন্তু আরও অনেক কিছু করা বাকি।

সাক্ষরতা অর্জনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করেন না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আর্থিক সঙ্গতির অভাব। বিশেষভাবে আমাদের মত গরীব দেশে এটা বড় সমস্যা। এর সাথে আছে পশ্চাৎপদ সমাজের পিছুটান। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো আজ ঋণ সংকট, মন্দা এবং কাঠামোগত সমন্বয় সংকটে জর্জরিত। অর্থনীতি বিপর্যস্ত। এর ফলে অনেক দেশেই সাক্ষরতা অভিযান ক্রমে দুর্বল হচ্ছে। এই প্রবণতা রোধের জন্য গত মার্চে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন ঋণ সংকট মোচন এবং ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। যেন সাক্ষরতা অর্জনে আরও বেশী সম্পদ নিয়োজিত করা যায়।

শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। শিক্ষা মানুষকে আরও বেশি উৎপাদনশীল করে তোলে। ৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা একজন কৃষককে শতকরা ১০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম করে তোলে। আমাদের মত গরীব দেশগুলোতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা তাই এত গুরুত্বপূর্ণ।

২০০০সালের পূর্বে সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে এই দশকের প্রতিবছর ব্যয় করতে হবে প্রায় ৫৮০ কোটি ডলার। এই অংক শিল্পোন্নত দেশগুলোর মাত্র দু'দিনের অস্ত্রখাতে ব্যয়ের সমান। অথবা, তৃতীয় বিশ্বের মাত্র এক সপ্তাহের সামরিক ব্যয়ের সমান। তাই বিশ্ব সম্প্রদায়ের আন্তরিকতা থাকলে এই দশকের মধ্যে নিরক্ষরতা নির্মূল করা দুঃসাধ্য নয়। আর স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের যুগে বিশ্বসম্প্রদায় যখন পরস্পরের আরও নিকটতর হচ্ছে, সে মুহূর্তে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের আহ্বান ফলপ্রসূ করে তোলার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়েছে।

আমাদের দেশে সার্বজনীন শিক্ষার প্রতি সাম্প্রতিককালে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। উদ্যোগ ভাল। কিন্তু সমস্যা অনেক। বাস্তবায়ন কঠিন। এই কঠিন কাজটি আমাদের করতে হবে। সাক্ষরতার জন্য সারা বিশ্ব আজ সমবেত হচ্ছে। এর সাথে জাতীয় উদ্যোগ সমন্বিত করে আমাদের সাফল্য নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষার মাধ্যমে গড়তে হবে সুন্দর ভবিষ্যৎ। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের এটাই মর্মবাণী।